দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 03 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩
67

পরীক্ষায় নকল কি রোখা যাবে না?

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

পরীক্ষায় নকল আজ রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আজকে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের একক অংশগ্রহণ চোখে পড়ছে না, বরং সময়ের ব্যবধানে আজ এ জাতির দ্বিতীয় জন্মদাতা ও মানুষ গড়ার কারিগরদের কিয়দংশ ওপেন সিক্রেট সিস্টেমে মহাসমারোহে উঠে-পড়ে লেগেছে। এর সাথে সাথে কেন্দ্রসমূহের বহিঃশৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর কিয়দংশও এক একটি নকল দশ-বিশ টাকা এবং একটা সিগারেটের বিনিময়ে কেন্দ্র অভ্যন্তরে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনে মোটেও কার্পণ্য করছে না। বিশেষ করে এএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এ দৃশ্যপট যেন আজ পুরান করে নতুন ঘটনা। ডিগ্রী পরীক্ষার সময়ে এ দৃশ্য একটু ব্যতিক্রম অনেকাংশে ঘটলেও Intensive eye test—এ তথৈবচ। বর্তমানে এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষা চলছে একযোগে। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট নয় Direct centre observation—এ যা দেখলাম—এটা কোন দেশ, কোন জগৎ, এই মহড়া কিসের, এ কি আলামত, ছেলেখেলা, সার্টিফিকেট নেয়ার এ কোন্ রেওয়াজ মহড়া.....!! দু'তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শনে যা দেখলাম—তা সত্যি ভুলার মত কোন ঘটনা নয়। আরো বিস্ময়ের বিষয় যে, কিছু ওঠতি যুবক একটি Political Party'র নাম বলে বলে পরীক্ষা কেন্দ্রে যে, 'Mobile help culture' চালু করেছে, তা কেন্দ্রের এক ভিন্ন আমেজ ও আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। প্রশাসন, আইন আর সিস্টেমের কার্যকারিতা কোথায়? দেখা গেছে যে, অতিকষ্টে দেয়াল ও কাঁটাতারের ব্যারিকেড টপকিয়ে আপনজনকে নকল পৌঁছে দিতে পেরে অনেকেই তৃপ্তির ঢেকুর গিলেছে। বৈধ-অবৈধ, আইন, প্রশাসন আর কি......আমার ছেলে, আমার মেয়ে পাস করা চাই—এই রোগ অনেককেই আজ পেয়ে বসেছে। জানি না, এ ভাবনা-চিন্তা আর মননের উদয় কখন, কোথায় ও কারা প্রথম সূচনা করেছে বা আমদানী করেছে। চলছেই হরদম সরগরম নকলের জয়-জয়কার। সম্ভবত '৮০-এর দশকের পর পরই এর মাত্রা ও গতিধারা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। তবে '৮০-এর দশকের শুরুতেই কিন্তু এমন রমরমা অবস্থার অবতারণা হয়নি। এ ব্যাপারে বিজ্ঞজনরা হয়তো আরো বিস্তারিত ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রেক্ষিত হাজির করতে পারবেন। মূলত আজ আমরা যাচ্ছি কোথায়? তার হিসেব কয়জনেই বা করছি? তবে হঠাৎ এ অবস্থায়ও কিছু লোক যে ভাবছেন না—তা নয়। কিন্তু যারা আজ এই নিয়ে ভাবছেন, তাদের কাতারে সংখ্যা নিতান্তই কম অথবা প্রতিকূলতায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। তাহলে কি আমরা হচপচ-হাবুডুবু খেয়ে লীন হয়ে যাব!...... না।

সকল প্রতিকূলতা আর নিঃশেষের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞায় ওঠে দাঁড়াবো, আমরা মুছে যাব না.....। লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট শিক্ষিত প্রয়োজন নেই। এতে শুধু তাত্ত্বিকতায় মাখামাখি হবে বরঞ্চ কার্যকারিতায় হবে শূন্যের কোঠায়। বর্তমানে আমরা যদিওবা বলে বেড়াই যে, আমরা উন্নয়নশীল দেশ—এটা মূলত সে প্রবাদবাক্যের সাথে মিলে যায় যেমন ঃ 'কাজির গরু-খাতা কলমে আছে—গোয়ালে নাই'। আমাদের অবস্থাটাও ঠিক সেই কায়দায় যুৎসই। এখনও আমরা পিছনের পিছনে। পরনির্ভরশীলতা আর ইমোশন্যাল অনুকরণপ্রিয়তায় আমরা অতীব পারদর্শী, তাই আমরা খেলার পুতুল। স্বকীয়তার, স্বাবলম্বিতার, দক্ষতার আর দৃষ্টান্তের অনন্য উদাহরণে পৌঁছাতে আরো দূর......বহুদূর।

আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডের ভিত মজবুত করার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে করতে হবে নির্ভেজাল। কারণ একজন শিক্ষিত ও প্রকৃত শিক্ষিত নর-নারী মাত্রই দেশ-জাতির মাইলস্টোন এবং কাণ্ডারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এ জাতির অস্তিত্ব এবং ক্রমধাপে গ্লোবাল ভিলেজ কমপিটিশনে অংশ নিতে শিক্ষা-শিক্ষানীতি এবং শিক্ষিত শ্রেণীর আমূল মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষিত সমাজ ও শ্রেণী তৈরী এবং গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যদি সুষ্ঠু, প্রকৃত ও পরিকল্পিত পদ্ধতি ফলো করা হয়, তাহলে হতাশার অমানিশা কেটে যাবে একদিন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরীক্ষা সিস্টেমের বৈজ্ঞানিকতা আমাদের অনেক ধাপ এগিয়ে দেবে। এ জন্য এ কথাও সত্য যে, পরীক্ষায় নকল প্রথার পরিবর্তন সকল মহলের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভব। নিম্নে পরীক্ষায় নকল প্রথা রোধে কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা হল ঃ

* শিক্ষকদের ক্লাসে পাঠদানে ফুলটাইম প্রথা চালু ও ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষে দেয় পড়া-লিখা এবং বলার মাধ্যমে আদায়।
* শিক্ষকদের Private teaching প্রথা কমানো উচিত।
* প্রতি সপ্তাহে যথার্থ মানে টিউটরিয়াল পরীক্ষা নেয়া উচিত।
* প্রত্যেক Sabject ভিত্তিক Standard Number না পেলে ছাত্র বা ছাত্রীকে পরবর্তী ক্লাসে Promotion না দেয়া।
* শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগিতার ওপর গ্রেড নির্ধারণ করা।
* ফাইনাল পরীক্ষার কেন্দ্রে বহির্ভূত কেন্দ্রের শিক্ষকদের ডিউটি দেয়া উচিত।
* পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাস্টার্স-এর ছাত্র-ছাত্রী এবং থানাভিত্তিক সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে স্পেশাল টিম করে মোবাইল ডিউটি চালু করা দরকার।
* পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তের Copy চেক করা এবং দ্বিতীয় কাউকে মোটামুটি পরীক্ষা শেষ না হওয়া নাগাদ কেন্দ্র অভ্যন্তরে ঢুকতে না দেয়া।
* পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কর্মরতদের বিশেষ Card দিয়ে Special Power প্রদান ও কার্ডবিহীন যে কাউকে পুলিশী গ্রেফতারের হুকুম দেয়া।
* পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কর্মকর্তা ও পুলিশের লোকদের সাথে বাইরের লোকদের মেলামেশা ও আলাপচারিতা নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত।
* প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বোর্ড থেকে প্রেরণে ও সর্বশেষ কেন্দ্রে সংরক্ষণে সরকারী বিসিএসধারী ছাড়া অন্যদের থেকে নিরাপদ দূরত্বের রাখা উচিত।
* পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তত ৮০০-১০০০ গজের মধ্যে স্থাপনকারী ফটোকপি মেশিন ও টাইপ মেশিন কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত।
* Copy ধরা পড়া মাত্রই ৫ হাজার টাকা নগদে জরিমানা এবং ২ বছরের জন্য বহিষ্কার করা।
* পুরো কেন্দ্রের প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষায় Special কৌশলে ভিডিও ধারণ করা যাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

অতএব, প্রস্তাবনা এই এ প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক এসেছে এবং ভাবীকালেও আসবে। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেন এদিকে একটু খেয়ালী দৃষ্টি দেন। তাহলে হয়তো দেখা যাবে চলতি সময়ের কোন একক্ষণে এই নকল নামের নগ্ন প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে জাতির ভাগ্যাকাশে আশার সঞ্চার করবে—ইনশাল্লাহ।